প্রথম আলো

তারিখ ... 04 APR 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

দ্বিতীয় দিনে ২৪ পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত, তিনজন গ্রেপ্তার

এইচএসসি পরীক্ষা ঢাকার ছয় কলেজকে কারণ দর্শানোর নোটিশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে গতকাল মঙ্গলবার অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ২৪ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদিন ভুয়া প্রশ্নপত্র সংগ্রহ ও প্রচারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

গতকাল বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দিনের মতো এদিনও প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে এইচএসসির প্রথম দিনে ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র আনা-নেওয়ার কাজে কালো কাচযুক্ত গাড়ি ও ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার করার অভিযোগে রাজধানীর ছয়টি কলেজকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। এই ছয়টি কলেজ হলো মিরপুর কলেজ, শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ফজলুল হক মহিলা কলেজ, বিসিআইসি কলেজ। এর মধ্যে শেষের দুটি কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র আনার সময় ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ফোন ছিল।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার গতকাল এ তথ্য জানিয়ে প্রথম আলোকে বলেন, নোটিশের জবাব পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে তিনি জানান, গতকাল ওই একই কাজ কলেজগুলো করেনি।

সংবাদদাতা, নারায়ণগঞ্জ জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া প্রশ্নপত্র সংগ্রহ ও প্রচারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে গতকাল সকালে নারায়ণগঞ্জ কলেজ ও মর্গ্যান স্কুলের সামনে থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছেন র‍্যাব-১১-এর সদস্যরা। তাঁদের কাছ থেকে দুটি স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার মাটিয়াহারি এলাকার সঞ্জয় চন্দ্র মল্লিক (২৮) ও মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থানার কলমা এলাকার হৃদয় দাস (২৪)।

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ জানান, যশোদল বাজার এলাকা থেকে জাকির হোসেন নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১৪। র‍্যাব বলেছে, জাকির এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতারক চক্রের সদস্য। তাঁর বাড়ি যশোদল ইউনিয়নের ভাবুন্দিয়া গ্রামে।

র‍্যাব কিশোরগঞ্জের কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট এম শোভন খান বলেন, জাকিরের কাছ থেকে পাঁচটি প্রিমি কার্ডসহ দুটি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জাকির প্রশ্নপত্র ফাঁসসংক্রান্ত প্রতারক চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করেছেন।

ইউএনও এবং ৩ কেন্দ্রসচিবকে কারণ দর্শাও নোটিশ

প্রতিনিধি, মাদারীপুর জানান, এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে নির্ধারিত সেটের বাইরে ভিন্ন সেটে তিন কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়ায় মাদারীপুরের কালকিনির ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রমথ রঞ্জন ঘটক এবং তিন কেন্দ্রসচিবকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। শিগগিরই তাঁদের ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল জেলা প্রশাসক মো. ওয়াহিদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়া তিন কেন্দ্রসচিব হলেন কালকিনির সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের হাসানুল হক, সরকারি শেখ হাসিনা একাডেমি অ্যান্ড উইমেন্স কলেজের জাকিয়া সুলতানা এবং ডি কে আইডিয়াল সৈয়দ আতাহার আলী একাডেমি অ্যান্ড কলেজের মমতাজ বেগম।